পঞ্চম অধ্যায় ঃ

বাইআতের হাকীকত

সাহাবীগণ নবীজির কাছে বাইআত গ্রহণ করার সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু

কালেমার হাকীকত- ৪৭

www.sunnibarta.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের হাতের উপর নিজ পবিত্র হাত রাখতেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে রাসুলের হাতকে আল্লাহ নিজের কুদ্‌রতের হাত বলেছেন। এতেই আল্লাহর সাথে নবীজীর ঘনিষ্ট সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উক্ত আয়াত মর্মে একথারও প্রমাণ পাওয়া যায়- যারা মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে- তারা প্রকৃতপক্ষে নবীজির হাতেই বাইআত গ্রহণ করে। সুতরাং প্রমাণিত হলো- নবীজির হাতে বাইআত করলে এই বাইআত বাইআতুল্লাহ হয়। আর মুর্শিদের হাতে বাইআত করলে এই বাইআতে শেখ-ই বাইআতুর রাসুল হয়। ইহাকেই আরবীতে বলা হয় "বি-ওয়াছিতাতে খোলাফায়িহি" বা রাসুলের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে রাসুলের বাইআত। আল্লাহর প্রতিনিধি হলেন রাসুল এবং রাসুলের প্রতিনিধি হলেন শেখ বা পীর। প্রতিনিধির কাছে বাইআত গ্রহণ করলে ইহাই মালিকের বাইআত বলে গন্য হয়। (প্রমাণ তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে সাভী - উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)।

বাইআতের হাকীকত হলো- "আল্লাহও রাসুলের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা"। ইহা একটি শক্ত রশির ন্যায়- যার এক মাথা রাসুলের হাতে, অপর মাথা আল্লাহর হাতে। অনুরূপভাবে মুর্শিদের হাতে থাকে নিম্ন মাথা এবং রাসুলের হাতে থাকে উপরের মাথা। ইহাকে সিলসিলা বা শিকলের কড়া বলা হয়। পীরের বাইআত, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আনুগত্যের বাইআত ও রাসুলে পাকের বাইআত মূলতঃ আল্লাহরই বাইআত (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ও তাফসীরে সাভী, ২৬ পারা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)।